185

ভোরের কাগজ

তারিখ SEP 10 1999
পৃ ১২ ... ৬

শুভ্রার পিতাও বলেছেন পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড

ভারতেশ্বরী হোমসের ২ ছাত্রীর মৃত্যু নিয়ে নানা প্রশ্ন, তদন্তে অগ্রগতি নেই

কে এস রহমান শফি, টাঙ্গাইল থেকে : ঐতিহ্যবাহী নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতেশ্বরী হোমস-এর দুই ছাত্রীর মৃত্যু রহস্যের এখনো কোনো কিনারা হয়নি। দুই পরিবার থেকেই বলা হচ্ছে, এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। হোমস কর্তৃপক্ষই এজন্য দায়ী।

পান্নার পরিবার থেকে যে দাবি করা হয়েছে তেমনি শুভ্রা কর্মকারের পিতা চিত্তরঞ্জন কর্মকারও গতকাল বৃহস্পতিবার তার কন্যার মৃত্যুর ঘটনার তদন্তের জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে তদন্তের কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। হোমস কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নয়।

গত ২৯ আগস্ট সকালে হোমসের নিচতলার বাথরুম থেকে শুভ্রা কর্মকার ও পান্না দেবনাথের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। কর্তৃপক্ষ বলেছে, ২৮ আগস্ট রাতে কোনো এক সময়ে গলায় ফাঁস নিয়ে তারা আত্মহত্যা করেছে। দশম শ্রেণীর ছাত্রী শুভ্রা ও পান্না তিন তলার ১৭ ও ১৪ নম্বর কক্ষে থাকতো। শুভ্রা টাঙ্গাইল শহরের পাতুলী পাড়ার চিত্তরঞ্জন কর্মকারের মেয়ে এবং পান্না ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের স্বপন দেবনাথের মেয়ে। তারা দুজনই চতুর্থ শ্রেণী থেকে হোমসে পড়তো।

হোমস কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী, তারা দুজন নিচতলার বাথরুমের চার নম্বর কক্ষে পাশাপাশি পানির পাইপে নিজেদের ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। কিন্তু অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, একই সময় দুজনের পাশাপাশি ফাঁসি নেওয়া সম্ভব নয়। প্রথম জন ফাঁসি নেওয়ার পর ঐ দৃশ্য দেখে দ্বিতীয় জনের ফাঁসি নেওয়ার মতো অবস্থা থাকে না। এছাড়া ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যার কথা বলা হলেও তাদের গলায় কোনো দাগ নেই, জিহ্বাও বের হয়নি। দুজনই ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করলেও একজনের লাশ মেঝেতে পড়ে রইলো কেন? এ প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

তদন্তকারী কর্মকর্তা বলেছেন, বাথরুমে এমন কিছু ছিল না যার ওপরে দাঁড়িয়ে শাওয়ারের পাইপে ওড়না বেঁধে আত্মহত্যা করা যায়। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কিভাবে ওরা গলায় ফাঁস লাগালো? তদন্তকারী কর্মকর্তা মির্জাপুর থানার এসআই আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, তারা আত্মহত্যা করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ময়নাতদন্তকারী ডাঃ হাফিজুরও শুভ্রা ও পান্নার ফাঁসিতে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়েছেন।

হোমসের সাবেক ও বর্তমান ছাত্রীরা জানায়, সেখানে ছাত্রীদের কঠিন নিয়মকানুন মেনে লেখাপড়া করতে হয়। নির্দিষ্ট দিন ও সময় ছাড়া বৈধ অভিভাবকরা ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। ভোর ৫টায় ঘুম থেকে উঠে শরীরচর্চায় অংশ নিতে হয়। এ সময় নিচতলার গেট খুলে দেওয়া হয়। এই গেট বন্ধ করা হয় রাত ১১টায়। গেট বন্ধের আগে রাত ১০টায় প্রত্যেক কক্ষে রোলকল করা হয়।

এ কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, শুভ্রা ও পান্না কখন নেমে এলো নিচ তলায়। রাত ১০টা থেকে ১১টা অথবা ভোর ৫টায় তারা যদি নেমে আসে তবে কেউ না কেউ তাদের দেখে থাকবে। নিয়ম অনুযায়ী শরীরচর্চায় অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক। হোমসের নিজস্ব চিকিৎসকের অনুমতি ছাড়া শরীরচর্চায় অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকা যায় না। শরীরচর্চার সময় তাদের না খুঁজে সাড়ে ৬টায় নাস্তার টেবিলে কেন খোঁজা হলো এ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

হোমস কর্তৃপক্ষের মতে, শুভ্রার পরিবারের দারিদ্র্য ও পান্নার লেখাপড়ার প্রতি অনীহা তাদেরকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিতে পারে। কিন্তু শুভ্রার বাবা মনোরঞ্জন কর্মকার বলেন, অধ্যক্ষার এই অজুহাত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দরিদ্র হলে তিনি প্রতি মাসে তার পিছনে ৪ হাজার টাকা খরচ করতে পারতেন না। শুভ্রার মামা সোমেন মজুমদারও টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে শুভ্রার মৃত্যুকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আখ্যায়িত করে এ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

ঈশ্বরগঞ্জে বিক্ষোভ, প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

এদিকে ঈশ্বরগঞ্জ থেকে ফিরে জাহাঙ্গীর আলম লিটন জানান, ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রী পান্না ও শুভ্রা হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবি করে ঈশ্বরগঞ্জে গতকাল বৃহস্পতিবার ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা থানা সদরে পান্না ও শুভ্রা হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে টিএনও অফিস ঘেরাও করে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। দুপুরে পান্নার বাবা-মা এক সংবাদ সম্মেলনে তার মেয়ের মৃত্যুরহস্য উদঘাটনে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

টিএনও অফিসের সামনে সমাবেশে বক্তারা পান্না ও শুভ্রা হত্যার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ আগামী রোববার ঈশ্বরগঞ্জে ছাত্র ধর্মঘটও পালন করবে। সমাবেশ শেষে ছাত্র নেতৃবৃন্দ টিএনওর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করেন।

স্থানীয় প্রেসক্লাবে পরে এক সংবাদ সম্মেলনে পান্নার বাবা-মা স্বপন দেবনাথ ও প্রকৃতি দেবনাথ পান্নার মৃত্যুর ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।